# আস্তিকতা, নাস্তিকতা ও মানবতার ভুল সমীকরন


## আব্দুর রহমান আবিদ


পারিবারিক ও পেশাগত ব্যস্ততার কারনে লেখালেখির জন্যে সামান্য যে সময়টুকু পাই, তাতে ইচ্ছে থাকা সত্বেও অনেক বিষয়ে লেখা হয়ে ওঠে না। আবার কখনো এমনও হয় যে, পরিচিত ই-ফোরামগুলোতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিতর্কগুলো শেষ পর্যন্ত যেহেতু ব্যক্তিগত আক্রমন ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়, তাই সময় পেলেও অনেক বিষয়ে অনেক সময় লিখতে ইচ্ছে করেনা।

তবে সাম্প্রতিককালে পরিচিত ই-ফোরামগুলোতে আস্তিকতা ও নাস্তিকতার সাথে মানবতার কি সম্পর্ক, সে বিষয়ে বেশ ক'জন আস্তিক ও নাস্তিক লেখকের নিবন্ধ পড়ার পর, এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী কি, সেটা পাঠকদেরকে না বলে পারছিনা। অবশ্য শুরুতেই বলে নেয়া ভাল যে, আমি নিজে একজন আস্তিক মানুষ হলেও নাস্তিকদের উপর আমার কিন্তু কোন বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। কে শ্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন আর কে করবেন না, তা একজন মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে, 'মানবতা নাস্তিকদের নিজস্ব সম্পত্তি' – এহেন মনোভাব যারা পোষন করেন, স্বভাবতই আমি তাদের সাথে দ্বিমত পোষন করি এবং অনেকটা সেকারনেই আজকের এই লেখার অবতারনা।

সংগত কারনে, লেখকদের নাম উল্লেখ না করে আমি একে একে দু'জন লেখকের নিবন্ধের অংশবিশেষ তুলে ধরছি। আস্তিকদের সম্পর্কে একজন লেখক বলেছেন "বেশীর ভাগ আস্তিকরাই বেশী মিথ্যাচার করেন, অন্যায় করেন কারন তারা তারপর নামাজের দ্বারা সেটা ব্যালান্স করে ফেলবেন, আর নিজেরা অপরাধ করে ভাবেন আল্লাহর ইচ্ছা, আল্লাহই করাচ্ছেন। বেশী অপরাধ করলে কষ্ট করে হজরে আসওয়াদে যেয়ে চুমু খেয়ে আসেন, ক্ষমা নিয়ে আসার জন্যে। প্রতি বছর হজ্জে বা ইজতেমা যাওয়ার এত ভীড় কেন? পাপই যদি না করে তবে এত ক্ষমা চাওয়ার কান্নাকাটি বা ভড়ং কিসের?"

মজার ব্যাপার হলো, "বেশীর ভাগ আস্তিক...." দিয়ে বক্তব্য শুরু করলেও তিনি কিন্তু দু'শো কোটি খৃষ্টান, প্রায় একশ' কোটি বৌদ্ধ ও প্রায় সমসংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের (অবশিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কথা না হয় বাদই দিলাম) সুবিশাল আস্তিক গ্রুপকে এদলে অন্তর্ভূক্ত করেননি। কেননা তাদের নিশ্চয় পাপ স্খলনের জন্যে নামাজ, হজ্ব কিম্বা ইজতেমা নেই। নাকি ইসলাম ধর্ম বাদে আর কোন ধর্মে আস্তিক নেই? বিষয়টা খুবই ইন্টারেষ্টিং। আচ্ছা ধরে নিলাম, তিনি আসলে সব ধর্মের আস্তিকদেরকেই মিন্ (mean) করেছেন এবং পাপ স্খলনের পন্থা হিসেবে কেবল মুসলমানদের রিচুয়ালগুলোর (rituals) কথাই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে, নাস্তিকদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "বেশীরভাগ নাস্তিকরা যেহেতু বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, মানুষ সব কিছুকেই ফাকি দিতে পারে নিজের বিবেককে ছাড়া, জানে যা করছে তা অন্যায় তাই নিজ দায়ীত্বেই বিরত থাকে"।

প্রশ্ন হলো, সুনির্দিষ্ট কোন উপাত্ত ও তথ্য-প্রমান ছাড়া কেবল ধারনা বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে "নাস্তিকরা অধিক সত্যবাদী, বিবেকবান ও উত্তম মানুষ" – এহেন দাবী করা এবং পাশাপাশি পৃথিবীর প্রায় ছয়শ' কোটি মানুষের সম্পর্কে, যাদের বেশীরভাগই আস্তিক, এহেন অসন্মানজনক জেনেরালাইজড্ (generalized) মন্তব্য করা কি কোন দায়ীত্ববান লেখকের উচিত?

লেখক প্রসংগক্রমে বলেছেন, ভিন্নমত ওয়েবসাইটে ট্যাবলয়েড যুক্ত হওয়ার পর নাস্তিকরা নিরবে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন বিবেকের কারনে; পক্ষান্তরে আস্তিক ভড়ংবাজরা ভিন্নমতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘেটে ঘেটে দেখেন। শুধুমাত্র ধারনার উপর নির্ভর করে আস্তিক লেখক ও পাঠকদের সম্পর্কে ঢালাওভাবে এমন অশোভন মন্তব্য করা কতখানি যুক্তিযুক্ত, সে প্রশ্ন না হয় নাইবা করলাম। ধরে নিলাম, লেখকের দাবীই সত্যি। এখন প্রশ্ন হলো, ভিন্নমতে ট্যাবলয়েড যুক্ত হওয়ার পর নাস্তিকরা বিবেকের কারনে যদি নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে থাকেন, তাহলে 'জরায়ুর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী', নারী-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্কে অবিশ্বাসী, ব্যক্তিগত জীবনে নিদারুন স্বেচ্ছাচারী,.... একজন তসলিমা নাসরিন, যার কোন কোন উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গল্পের অংশবিশেষ পর্ণোগ্রাফীর ভাষাকেও হার মানায়, তিনি কিভাবে বাংলা ভাষাভাষি নাস্তিকদের পরম পূজনীয়, উপাস্যসম মানুষে পরিনত হন? নাকি একজন তসলিমা নাসরিন ও তার লেখার ক্ষেত্রে বিবেক ও শালীনতার সংগা আলাদা যেহেতু তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ইসলাম-বিদ্বেষী লেখক? তবে তার চেয়েও মজার বিষয় হলো,

ভিন্নমত ওয়েবসাইট পরিচালনা করেন যে দু’জন সম্পাদক, তারা দু’জনই কিন্তু স্বঘোষিত নাস্তিক। নাস্তিকরা যদি সত্যিই অধিক বিবেকবান, শালীন ও উত্তম মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে এই দুই নাস্তিক তাদের ওয়েবসাইটে পর্ণোগ্রাফী যুক্ত করলেন কেন? নাকি এরা দু’জন ‘ভিন্ন’ ধরনের নাস্তিক, যেহেতু ‘ভিন্ন’মত সম্পাদনা করেন? – ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেষ্টিং। (পুনশ্চঃ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে অসুবিধে নেই যে, সংগত কারনে ব্যক্তি তসলিমা নাসরিনকে যদিও আমি যথেষ্ট অপছন্দ করি, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও ধর্মের অপব্যবহার প্রসংগে তসলিমা নাসরিনের বেশীরভাগ পর্যবেক্ষনের সাথেই আমি একমত পোষন করি)।

অবশ্য, আস্তিক ও নাস্তিকদের নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলেও লেখক মানবতাবাদীদেরকে খুব একটা টেনে আনেননি, যেটা করেছেন দ্বিতীয় লেখক। এবারে, দ্বিতীয় লেখকের একটা লেখার অংশবিশেষ তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন, “মানবতাবাদীরা সব সময়ই পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নেন। বিভিন্ন ধর্মধারীরা পৃথিবীকে যেভাবে নিজের চশমায় ভাগ করে দেখেন ও সেই অনুযায়ী আপন-পর ভেদ করেন – মানবতাবাদীদের যেহেতু সে ধরনের কোন চশমা নেই তাই তাদের কাছে মানুষই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন সবকিছু। তাদের কাছে ন্যায়-অন্যায় বোধটা অন্য এক মাত্রা বহন করে। তারা নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করেন প্রধানত নিজের বিবেকের কাছেই। যেহেতু তাদের তওবা জাতীয় কিছু করে পার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বিবেক বিবেচনাই তাদের পথ চলার প্রধান নিয়ামক....”। একজন সত্যিকারের মানবতাবাদীর স্বরূপ সম্পর্কে লেখকের কিছু কিছু পর্যবেক্ষন সঠিক হলেও, মানবতাবাদের মৌলিক সংগার বিষয়ে লেখকের ধারনা সম্ভবত স্বচ্ছ নয়। কেননা তিনিও একরকম ধারনা বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই মানবতাবাদকে নিজের মত করে সংগায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এবং এখানেও একটা মজার বিষয় লক্ষ্যনীয়। তা হলো, ‘তওবা’ কন্সেপ্টটাও (concept) কিন্তু ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে, তাদের সমস্ত পাপ প্রভূ যিশু নিজের রক্তের বিনিময়ে ধুয়ে দিয়ে গেছেন; কাজেই তাদের ক্ষেত্রে তওবা-টওবা’র কোন ব্যাপার নেই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও পাপের প্রায়শ্চিত্বের ধরন আলাদা আলাদা। “বিভিন্ন ধর্মধারীরা....” বলে বক্তব্য শুরু করলেও শেষাবধি “তওবা জাতীয় কিছু করে পার পাওয়া....” বলে লেখক কিন্তু ঘুরেফিরে মুসলমানদের রিচুয়ালে এসেই ঠেকলেন। অবশ্য, ধর্মে অবিশ্বাসী হলেও লেখক যেহেতু মুসলিম পরিবার থেকে উঠে এসেছেন, কাজেই ধর্মীয় রিচুয়ালের প্রসংগ উঠলে মুসলিম রিচুয়ালগুলোর উদাহরন টানা তার জন্যে হয়ত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সন্দেহ এ জন্যেই হয় যে, ফেইথ্‌ফ্রিডম, ইসলাম-ওয়াচ্‌, মুক্ত-মনা, ভিন্নমত,.... ইত্যাদি ওয়েবসাইটগুলোতে হিন্দু কিম্বা খৃষ্টান পরিবার থেকে উঠে আসা স্বঘোষিত ধর্মত্যাগী লেখকরাও যখন তাদের সমস্ত সমালোচনা, গালাগালি, বিদ্বেষ এবং আক্রোশকে কেবল ইসলাম, মুসলমান আর মুসলিম রিচুয়ালগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন, তখন যারা সত্যিকারের মানবতাবাদী হিসেবে নিজেদের দাবী করেন, তাদের লেখার মাঝে সেই একই সুর, সেই একই কথার প্রতিধ্বনি দেখলে মনে হয়, “এরাও তো তারাই”।

কাদের ধর্মের চশমা নেই? নিশ্চয় ধর্মে যারা অবিশ্বাসী তাদের, অর্থাৎ নাস্তিকদের। “বিভিন্ন ধর্মধারীরা পৃথিবীকে যেভাবে নিজের চশমায় ভাগ করে দেখেন, মানবতাবাদীদের সে ধরনের কোন চশমা নেই” – লেখকের এই মন্তব্য কি এটাই প্রমান করে না যে, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, ‘ধর্মহীনতা (নাস্তিকতা) মানবিকতার সম্পূরক’? ইন্টারনেটে “ঠেলার নাম বাবাজী” সিরিজ প্রনেতা ও মুক্ত-মনার অন্যতম প্রতিষ্ঠিত লেখক ও পাঠ্যপুস্তক প্রনেতা, যিনি আমেরিকার অন্যায়ভাবে আফগানস্থান ও ইরাক আক্রমনের পর সেদেশে নিরীহ মুসলমানদের হত্যায় পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করতেন, তিনি একজন ধর্মত্যাগী স্বঘোষিত নাস্তিক। আমেরিকার অমানবিক পররাষ্ট্রনীতি ও নিও-কন বুশ প্রশাসনের অন্ধ সমর্থক এবং ইরাক ও প্যালেষ্টাইনসহ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের নির্যাতন ও উৎপীড়নে রীতিমত উল্লসিত, ভিন্নমতের ‘ভিন্ন’ মাত্রার যে দু’জন সম্পাদক রয়েছেন এবং যারা কখনও ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের নবীকে গালাগালি করে আবার কখনওবা পর্ণোগ্রাফী গিলিয়ে মুসলমানদেরকে টলারেন্স শেখানোর স্কিম হাতে নিয়েছেন, তারা দু’জনও ধর্মত্যাগী স্বঘোষিত নাস্তিক। এছাড়া, ফেইথ্‌ফ্রিডম, ইসলাম-ওয়াচ্‌, মুক্ত-মনা, মুক্তচিন্তা,.... ইত্যাদি ওয়েবসাইটগুলোতে সোয়াশ’ কোটি মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্যে, মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্যে, কিম্বা ইউরোপ-আমেরিকা থেকে মুসলমানদেরকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়ার জন্যে যেসব লেখকরা অনন্তর পরামর্শ দিচ্ছেন, তাদের বেশীরভাগই ধর্মত্যাগী স্বঘোষিত নাস্তিক, স্বঘোষিত মুক্তমনা। ‘অমানবিক’ তো দূরে থাক, একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষ এসব নাস্তিকদেরকে ‘মানুষ’ বলে স্বম্বোধন করতেও লজ্জা বোধ করবেন।

‘মানবতা’ অর্জন করতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক সুশিক্ষা, ধর্মীয় সুশিক্ষা (অপশিক্ষা নয়), জ্ঞানানুসন্ধান, মূল্যবোধের চর্চা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি ভালবাসা.... এসব বিষয়গুলো থেকেই একজন মানুষ মূলতঃ ‘মানবিকতা’ শেখেন। যদিও একথা সত্যি যে, নাস্তিকদের উপর যেহেতু ধর্মের তথা ধর্মীয় রাজনীতির

কোন প্রভাব নেই, এবং যে কারনে একজন নাস্তিককে দিয়ে আমেরিকার 'নাইন-ইলেভেন' কিম্বা গুজরাটের মুসলিম নিধনের মত অমানবিক কোন কাজ করানো সম্ভব নয় এবং এ বিষয়ে তারা অবশ্যই কৃতীত্ব পাওয়ার অধিকার রাখেন, তবে এও সত্যি, শুধুমাত্র নাস্তিকতা একজন মানুষের মধ্যে কখনই মানবিক গুনাবলী আনেনা। তার প্রমান, আজকের পরিচিত ই-ফোরামগুলোর বেশীরভাগ নাস্তিক লেখক।

পক্ষান্তরে, আমেরিকার ইরাক আক্রমনের বিরুদ্ধে কিম্বা ইসরায়েল কর্তৃক প্যালেষ্টাইনের ভূমি দখল ও নিজভূমিতে প্যালেষ্টাইনীদেরকে উদ্বাস্তু বানানোর বিরুদ্ধে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে যে হাজার হাজার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ করেছেন, ক্ষুদ্র পরিসরে ইন্টারনেট ও মিডিয়া ক্যাম্পেইন করেছেন এবং নিপীড়িত, নিগৃহীত ও অত্যাচারিত ইরাক ও প্যালেষ্টাইনের মুসলমানদের পাশে মমতা আর সহানভূতি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তারা বেশীরভাগই আস্তিক মানুষ যা প্রমান করার জন্যে কোন পরিসংখ্যান বা তথ্য-প্রমানের বোধহয় প্রয়োজন নেই।

লেখাটা শেষ করবো এই লেখকেরেই মানবতাবাদীদের সম্পর্কে করা আরেকটা মন্তব্য দিয়ে – "মানবতাবাদীদের একটাই কামনা, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেন আলোকিত হয়ে উঠে সত্যিকার শিক্ষায় ও জ্ঞানে। সে অর্থে পৃথিবীর সব ধর্মই তাদের ধর্ম, পৃথিবীর তাবৎ সম্প্রদায়ই তাদের সম্প্রদায়"। হ্যাঁ, আমি নিজেও তাই বিশ্বাস করি – 'একজন সত্যিকারের মানবতাবাদীর কাছে পৃথিবীর সব ধর্মই যেন তার ধর্ম, পৃথিবীর সব সম্প্রদায়ই যেন তার সম্প্রদায়; যদিও তিনি নিজে কোন না কোন ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত, কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত কিম্বা হতে পারেন প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস হতে মুক্ত'।

তবে, সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত মানবতাবাদীদের জন্যে কমন প্লাটফর্ম কিন্তু একটাই।।

---

নিউ জার্সী
পহেলা সেপ্টেম্বর, ২০০৬